সংবাদ

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

সকালে পরীক্ষা রাতে ফল প্রকাশ

■ পরীক্ষার্থী ১০ হাজার, পাস ১ হাজার ৫২

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এমডি এমএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত শুক্রবার সকালে শুরু হয়ে দুপুরে পরীক্ষা শেষ হয়। প্রায় ১০ হাজার ভর্তি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৫২ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। পরীক্ষার ফল রাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিন ও ৪০ জন সিনিয়র অধ্যাপকের উপস্থিতিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তিনটি মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষার খাতা দেখা (মার্কিং) হয়েছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের শীঘ্রই ভর্তি করা হবে। পরীক্ষকদের একাধিক সূত্র সংবাদকে এই সব তথ্য জানায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (শিক্ষা) প্রফেসর ডা. জাকারিয়া স্বপন জানান, সারাদেশে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেই অনুপাতে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বাড়াতে হবে। তাই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ চালু ও ভর্তির আসন সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগসহ ৫৬টি বিভাগ এবং বাইরের মেডিকেল কলেজগুলোতে আরও ৬টি বিভাগ মিলে ৬২টি বিভাগে এক যোগে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে।

সূত্র মতে, ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে নানা অনিয়ম ও তদবির হলেও বর্তমান সরকারের আমলে অনিয়ম ঠেকাতে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় কেন্দ্রে কোন রুমে কে ডিউটি করবেন তা নির্ধারণ করা হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে। এক সঙ্গে হলে ঢোকা, এক সঙ্গে বের হওয়া সবই ছিল নিয়মের মধ্যে। সকাল ৯টা থেকে শুরু করে দুপুর সকালে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

সকালে : পরীক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

১২টা পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ বিকেলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি (মার্কিং মেশিন) ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরীক্ষার খাতা দেখা হয়েছে। মেডিকেল ভার্সিটির সব অনুষদের ডিন, সিনিয়র অধ্যাপকদের কঠোর কড়াকড়ি আরোপের মধ্য দিয়ে খাতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে রাতেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফল প্রকাশ করা হয়। ফল প্রকাশের আগে কোনরকম তদবির বা রাজনৈতিক তদবির করার সুযোগ হয়নি। অনেকেই বলছেন, এমন কঠোর নিয়ম কানুন হলে চিকিৎসা শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশে স্পেশালাইজড চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়বে।

এদিকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান মুঠোফোনে সংবাদকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষা স্বচ্ছ হয়েছে। কারচুপি, অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁস এরকম কোন অভিযোগ নেই। পরীক্ষা আধুনিক করার জন্য যা দরকার সবই করা হচ্ছে। এর আগে পরীক্ষা স্বচ্ছ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কাজ করেছেন। বর্তমান সরকারের আমলে কখনো অনিয়ম হয়নি।